তারিখ 21 APR 1987
পৃষ্ঠা ... কলাম ৬

105

দৈনিক ইনকিলাব

শিক্ষাঙ্গন

শিক্ষাঙ্গনে সুষ্ঠু পরিবেশ

যে জাতি শিক্ষার মর্যাদা দিতে জানে না সে জাতি কখনো উন্নতি লাভ করতে পারে না। কথাটি বাস্তবিক যুক্তিসঙ্গত। আমরা শিক্ষাকে তুচ্ছ ভাবছি, ক্ষণকালের বিলাসিতা কিংবা সাংসারিক ঝামেলা থেকে বিরত থাকার জন্য শিক্ষাঙ্গনে সময় কাটাচ্ছি। বর্তমানে শিক্ষাঙ্গনে যে পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে একজন ছাত্রের চারিত্রিক গুণাবলী অর্জনের ক্ষেত্রে তা খুব একটা সহায়ক নয়। দেশবাসী তথা সমগ্র জাতি ছাত্রদের নিকট হতে অনেক কিছু আশা করে। অপরদিকে জাতি ছাত্রদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ হচ্ছে, যার জন্য তারা পড়ালেখায় মনোনিবেশ করতে না পেরে রাজনৈতিক গোষ্ঠীর সাথে জড়িয়ে পড়ছে। যখন শিক্ষাঙ্গনে রাজনৈতিক গোষ্ঠীর আধিপত্য ছড়িয়ে পড়ে তখন শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশ আর অক্ষুণ্ণ থাকে না। বলা বাহুল্য যে, বর্তমানকালে শিক্ষাঙ্গনে অসদুপায় অবলম্বনের মাধ্যমে ছাত্ররা পরীক্ষার সার্টিফিকেট লাভে উৎসাহী। নকলের প্রবণতা এমনভাবে ছড়িয়ে পড়েছে যে পরীক্ষাই শুধু যেন ছাত্র জীবনের একটি বিশেষ ভূমিকা। ছাত্ররা স্কুল-কলেজ ও ভার্সিটিতে ভর্তি হয়ে পর্যাপ্ত পরিমাণ অস্ত্র পাচ্ছে আর অর্থনৈতিক সমস্যা মোকাবিলা করার জন্য অস্ত্র এখানে-সেখানে ব্যবহার করছে। এমনিভাবে ছাত্রদের নৈতিক চরিত্রের অবক্ষয় হচ্ছে আর সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবন পদে পদে বিঘ্নিত হচ্ছে। শিক্ষাঙ্গনের পবিত্রতা রক্ষা করা জাতির নৈতিক দায়িত্ব। জাতি যে ছাত্রদের নিকট হতে চায় আগামী দিনের নবদিগন্তের উজ্জ্বল শিখা, সেই ছাত্ররা তাদের সেই সম্ভাবনাকে বিনষ্ট করে দিচ্ছে।

শিক্ষাঙ্গনকে অস্ত্রমুক্ত করা না হলে এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা কোন কল্যাণ ডেকে আনবে না। উদাহরণ স্বরূপ বলা চলে, দেশীয় শিক্ষাঙ্গনে যদি ছেলেরা অস্ত্র বিদ্যায় পারদর্শী হতে পারে তাহলে জনগণের মনে আতংক সৃষ্টি হওয়াই স্বাভাবিক। অনেক ক্ষেত্রে অভিভাবক মহলকেই পরীক্ষা কেন্দ্রে বিভিন্ন অসদুপায় কাজে লিপ্ত থাকতে দেখা যায়।

শিক্ষক ও স্থানীয় প্রশাসন নকলের প্রতিকারে সোচ্চার হলে অচিরে মফস্বল এলাকার কেন্দ্রগুলোতে নকলের প্রবণতা বৃদ্ধি পেত না। যতদিন শিক্ষাঙ্গনে এ ধরনের অসদুপায় অবলম্বন বিরাজমান থাকবে ততদিন দেশ ও জাতির কোন বাস্তব পরিকল্পনা কার্যকর হবে না। কারণ, আমরা জানি, শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। তাই শিক্ষাঙ্গন হতে সকল প্রকার অন্যায়-অবিচার, সন্ত্রাস, বোমাবাজি পিস্তলের ঝনঝনানি, নকলের প্রবণতা ইত্যাদি দূর করার জোর প্রচেষ্টা আমাদের সম্মিলিতভাবে চালিয়ে যেতেই হবে।

—মীর মোশাররফ হোসেন